শীর্ষ অনুভূতির পর চলছে শূন্যতার বোধ

রাজন নন্দী

আজ ২০ বছরের এক তরুণ সে। জন্মেই যে জানান দিয়েছিল, "কোন অভিযোগ নেই যে আমার, কোন অভিমান নেই এখন। নেই কোন আজ প্রশ্ন বুকে, কোন চাওয়া পাওয়া নেই আমার। হল না তোমাকে কাছে পাওয়া . . . . . তুমি ছাড়া আমি একাকি হায়, কি যে যন্ত্রনা আমার। এভাবে কি বেঁচে থাকা যায়!" – LRB'র ডাবল ড্যেবু এ্যালবামের 'কোন অভিযোগ' শিরোণামের গানটির কথা বলছি। আমাদের কৈশরে – তারুণ্যে বুকের ভেতর অব্যক্ত অনুভুতির এমন স্বাভাবিক প্রকাশ ছিল বিরল। তখন এমন এক বয়স, গান শুনেই ক্ষান্ত হতাম না। কে লিখেছে, কে গেয়েছে, কার কম্পোজিশান ইত্যাদি নানা তথ্য জানতাম আগ্রহ ভরে। তারপর চলত তাই নিয়ে আড্ডা – তর্ক। এভাবেই আমাদের আড্ডায় – আবেগে আমাদের প্রজন্মের সব অনুভুতি নিয়ে আমাদেরই সাথে বেড়ে উঠেছে LRB। আর কি আশ্চর্য; বলব কাকতালীয়। ২০ বছর পূর্তির বছরেই সিডনী – মেলবর্ণে LRB'র কনসার্টের উদ্যোগ নিল আমার কৈশরের দুই বন্ধু। আর আমিও বন্ধুত্বের খাতিরে তাতে ভিরে গেলাম – এ কাকতালীয় নয়ত কি!

প্রস্তুতি ছিল প্রায় তিনমাসের। LRB'র সম্মতি, ভিসা ইত্যাদি চূড়ান্ত হবার পর সজীব (মেলবর্ণ) আর রুমান (সিডনী) যার যার শহরে প্রচারণা শুরু করে। কনসার্টের দিন ধার্য্য হয় ২৩ অক্টোবর ২০১১ রবিবার। ২০ অক্টোবর শুক্রবার LRB সিডনী পৌঁছে গেলে সাজ সাজ পরে যায় সিডনীর তরুণ মহলে। রুমান আর তার দলকে (Angels Home) হিমশিম খেতে হয় টিকিটের জোগান দিতে। প্রথম আয়োজন, অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি কারনে কিছু ছন্দপতন হলেও, আইয়ুব বাচ্চু (AB) নিজে এবং LRB'র অন্য সবাই যে ভাবে সহযোগীতা করেছে, সহমর্মী হয়েছে তা বলা হবে বাতুলতা। LRB'র ম্যানেজার শামীম ভাই বড় ভাইয়ের মত আগলে রেখে যে ভাবে সব সামলেছেন, তা স্মরণ না করলে সিডনীর ঋণ শোধ হবে কি করে? কনসার্ট এর খুটিনাটি জানাবার দ্বায়িত্বে স্বত:প্রণোদিত হয়ে সেই অনুভূতিই শেয়ার করতে চাই।

শেষ কটাদিন যতটুকু সাহায্য করা যায় করব এই ভেবে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ভিরে গেলাম রুমানের দলে। না গেলে কি ভূলটাই না হত! কিবরিয়া – সায়াম – আসিফ –পারভেজ –রাজুর মত অসাধারন কয়েকজন তরুণের সাথে পরিচয় হত না। জানা হত না AB নামের কিংবদন্তীর আড়ালে, গীটারে ঝড় তোলা মাইষ্ট্রোর খোলসে এক অনবদ্য মানুষের সাথে। জানা হতনা, কি করে ২০ বছর ধরে দারুণ দক্ষতায় স্বপন ভাই সামলাচ্ছেন LRB 'র বেইজ গীটার আর তার ট্রেডমার্ক লম্বা চুল। যেন পদ্মার বুকে ভেসে চলা নৌকার হাল ধরে বসে থাকা

উদাসী পবন মাঝি। ড্রামকে নির্দয়ের মত পিটিয়ে যে বাধ্য করে সুরে তালে বাজতে; কনসার্টে সবার পেছনে বসে বাবুরাম সাপুড়ের মত যে অনায়াসে নিয়ন্ত্রন করে ফুঁসে উঠা শব্দ স্রোত; পরিচয় হতনা সেই রোমেল ভাইয়ের অসাধারন রসবোধের সাথে। জানা হত না মাসুদ ভাইকে, যিনি সাধারনত ঠান্ডা স্বভাবের অথচ কেমন চঞ্চল আর সুরেলা দোহার হয়ে উঠতে পাড়েন চকিতে। সুযোগ হত না যে বিদেশে এসে শিল্পীদের বেহেড হবার প্রচলিত নানা দূর্নামের বিপরীতে দারুন প্রফ্রেশনাল একটি দলের সঙ্গে যাদের কাছে দলের আর দেশের ভাবমূর্তির কোন বিকল্প নেই।

কনসার্টের আগের রাতে, যখন সবাই মিলে বসে পরের দিনের সব চূড়ান্ত করার সময় হল তখন খবর পেলাম আমার স্ত্রী আর সন্তান গাড়ি একসিডেন্ট করে দুই জন দুই হাসপাতালে। সব ফেলে ছুটলাম। সারা রাত হাসপাতাল - এক্সরে - টেষ্ট। নিজেকে এমন অসহায় - যতন্ত্রণাবিদ্ধ আর কখনও মনে হয়নি। আমি নিশ্চিত যে ওই অনুভুতি আমৃত্যু আমি আর ফেরত চাইনা। কপাল নেহায়েত ভাল ছিল বলে, না কিভাবে জানিনা ওরা বেঁচে গেল কোন মারাত্মক অঘটন ছাড়াই। এসব বলে আপনাদের হয়ত বোর করছি। কিন্তু না বলে পাড়ছি না যে, এমন সব বিপদেই আপনি মানুষকে চিনতে পারবেন। রাত ২:৩০ মিনিটে নেহাল নিয়ামূল বারীকে ফোন করে বলতেই ৫ মিনিটের মধ্যে তিনি চলে এলেন। সজীব আর টুটুল এসেছিল মেলবর্ণ থেকে কনসার্টের জন্য ওরা নিজ দ্বায়িত্বে চলে এসে সারা রাত জেগে বসে রইল। রাত তিনটায় আইয়ুব বাচ্চু ফোন করে আমাকে সাহস জোগালেন! শামীম ভাই, রুমান ফোন করে সাহস আর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন দরদী গলায়। সকাল হতে না হতেই আমার জাহাঙ্গীরনগরের সতীর্থ বন্ধুরা এসে জড়ো হল। রাতে রুনু আপা - মামুন ভাই। মানুষের এই অদ্বিতীয় ভাতৃবোধ আমাকে বিণয়ী হতে শেখায়, আত্মবিশ্বাসী করে। আমায় কৃতজ্ঞ করে তাই আমার একবিংশ শতকের ঠুনকো ওচিত্যবোধকে লাঞ্ছিত করে আমার আবেগ সরব হয়ে উঠতে পারে। ভালবাসার এই আদ্রতাই বোধ করি মনুষত্বের জঠর। যাহোক, সকাল হতে না হতেই আমার যোগ্য সঙ্গিনী অমার হাত ধরে বলল, আমি Sorry – তুমি একটু বিশ্রাম নিয়ে Science Theatre –এ যাও! আমার জন্য চিন্তা করনা।

না, আমি যাইনি, যেতে হয়নি। রুমান - শামীম ভাই ফোন করে, SMS পাঠিয়ে আশ্বস্ত করেছে যে তারা সব সামলে নেবেন। আমারও মন মানছিল না ওদেরকে রেখে যেতে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর যন্ত্রনা বাড়তে থাকল। পেইন কীলার - ঘুম - পেইন কীলার চলতে থাকল। আর কি আশ্চর্য্য বারবার ও কিনা আমায় জিজ্ঞেস করে কনসার্টের কি খবর? এতো গেল একটি ঘরের উৎকণ্ঠা। এমন আরও শত ঘর - হাজার উৎকণ্ঠিত হৃদয় সেদিন গ্রন্থিত হয়েছিল UNSW Science Theatre এ। সন্ধ্যায় SMS এল - Housefull!! We are missing u। এরপর ‘আর কে থাকে ঘরে, কে আর অপেক্ষায় থাকে সময়ের’। আমার স্ত্রী উঠে বসলেন; যেন শরশয্যায় ভীষ্ম। বললেন, আমি ‘বাংলাদেশ’ গানটা শুনতে চাই, Please আমাকে নিয়ে চল। আমার ছেলে যথারীতি মায়ের অনুগামী। আমারও যুক্তির রথ গেল উল্টে। আবেগের বেগ বোধ করি সিডনীর ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক

জ্যামের চাইতেও দ্রুত। গিয়ে শেষ ৩ টি গান পেলাম । যখন বাংলাদেশ গানটি হয় আমার স্ত্রী শিশুর মত হাউমাউ করে কেঁদেছে। দূর্ঘটনার পরে যে মানসিক অবস্থা হয় সেই ভীতি – গ্লানি যেন ধুয়ে মুছে দিয়ে গেল ওর কান্না।

এটা হয়ত কনসার্টের রিপোর্ট হিসেবে যথার্থ না। কোন কোন গান হয়েছে, কত লোক হয়েছে, সাউন্ড বা লাইট কেমন ছিল – তথ্য গুলো দিলে যথার্থ হত। কিন্তু আমি কেবল নিষ্ঠার সাথে আমার অনুভুতির কথা বলতে চেয়েছি। তাই এটা ব্যক্তিগত মতামত দুষ্ট হতে বাধ্য। একটা বোধ আমায় তাড়িত করেছে যে – কখন কোন কিছুকে আমরা সার্থক বলব? অনেক লোক হলে বা সমর্থন পেলে? অনেক লাভ বা রোজগার হলে? নাকি উত্তেজনা কেটে যাবার পরও অনেকদিন ধরে তার রেশ থেকে গেলে? LRB সিডনী কনসার্ট উপর্যুক্ত সব কয়টি শর্ত পূরণ করে মেলবর্ণ গামী হয়েছে। আর আমার, আমাদের ভেতরে রেখে গেছে শূন্যতার এক গভীর বোধ। শুভকামনা LRB।

***